

মসজিদের পাশে হুমায়ুন আজাদের লাশ দাফনের দাবী

দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড়

স্টাফ রিপোর্টার : স্বঘোষিত নাস্তিক ও চরম ইসলামবিদ্বেষী ড. হুমায়ুন আজাদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজারের পাশে সমাহিত করার দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন দেশের সর্বস্তরের মুসলমান। এ দাবীর প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে দেশব্যাপী। ধর্মদ্রোহী হুমায়ুন আজাদের লাশ ‘আল্লাহর ঘর’ পবিত্র মসজিদের আঙ্গিনায় দাফন করার দাবীকে মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণের গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করে দল-মত নির্বিশেষে দেশের আলেম সমাজ ও ইসলামী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ অপচেষ্টা প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। মসজিদ, মাদ্রাসাবিরোধী নৈরাজ্যবাদী লেখক ড. হুমায়ুন আজাদের লাশ কোন অবস্থাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় মসজিদ চত্বরে বা জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবরের পাশে সমাহিত করার সম্মতি না দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। মুসলমানদের অনুসরণীয় গ্রন্থ ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখিত “কোন কাফের অথবা নাস্তিকের লাশ মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না” মর্মে হুঁশিয়ারির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেন, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী হিসেবে দাবীদার ক্ষমতাসীন জোট সরকার চিহ্নিত নাস্তিককে মসজিদ সংলগ্ন কবি নজরুলের কবরের পাশে দাফন করতে দিলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঈমান আকীদা ও ধর্মীয় চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। পৃথক পৃথক সভা, বক্তব্য ও বিবৃতিতে শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ডঃ হুমায়ুন আজাদের জীবদ্দশার ইচ্ছা অনুযায়ী লাশ মেডিকেলে সংরক্ষণের পরামর্শ দেন।

দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক মুফতি আবদুর রহমান, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মহাপরিচালক মুফতি রুহুল আমিন, মালিবাগ মাদ্রাসার প্রধান মুফতি মাহমুদুল হাসানসহ ২২ জন খ্যাতনামা মুফতি এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, ডঃ হুমায়ুন আজাদ তার জীবদ্দশায় নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা দিয়েছেন। মুসলমানের গোরস্থানে নাস্তিকের লাশ দাফন করা শরীয়তসম্মত নয়। মুফতিগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিভিকেটকে ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই গতকাল মাগুরায় এক সমাবেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, স্বঘোষিত নাস্তিক ডঃ হুমায়ুন আজাদের দাফন ইসলামী কায়দায় মসজিদ আঙ্গিনায় করতে দেয়া হবে না।

বাংলাদেশ আইনমাহ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন রাব্বানী এক বিবৃতিতে নাস্তিক হুমায়ুন আজাদের জানাজার নামাজ ও কবর দেয়ার দাবীর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, হুমায়ুন আজাদ স্বঘোষিত নাস্তিক বা মুরতাদ। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নাস্তিক বা মুরতাদের হুকুম হল- তাকে গোসল ও কাফন ব্যতীত কোন গর্তে পুতে রাখা। (ফতোয়া : শামী ১ম খণ্ড ৮৩৩ পৃষ্ঠা)

ইসলাহুল মুসলেমীন বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ মাওলানা জাফর আহমদ পীরজাদা শাহতলী এক বিবৃতিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজারের পাশে নাস্তিক মুরতাদ ডঃ হুমায়ুন আজাদের লাশ দাফন করার উদ্যোগ নেয়ায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এ দেশের মুসলমানদের শত্রু এবং ইসলামবিদ্বেষী লেখক ডঃ হুমায়ুন আজাদের লাশ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজারের সামনে দাফনের চেষ্টা চালায় তাহলে এ দেশের মুসলমানরা তা কঠোরভাবে প্রতিহত করবে।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের আমীর প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ আনওয়ার উল্লাহ ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ অঙ্গনে ধর্মদ্রোহী, নাস্তিক, মসজিদ-মাদরাসা বিদ্বেষী, নৈরাজ্যবাদী লেখক হুমায়ুন আজাদকে কবরস্থ করার ষড়যন্ত্র মসজিদ ও পবিত্র স্থানকে অপবিত্র

করার পায়তারা হিসেবে উল্লেখ করে এ ধরনের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সদাপ্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী যুব সংগঠন জাতীয় যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বি এম নাজমুল হক এবং সেক্রেটারী জেনারেল আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে বিতর্কিত ও নাস্তিক লেখক ডঃ হুমায়ুন আজাদের পরিবারের পক্ষ থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পাশে তার লাশ দাফনের যে দাবী জানিয়েছেন, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম সাম্যবাদী কবি। অপরদিকে ডঃ হুমায়ুন আজাদ ছিলেন স্বঘোষিত ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বৈষী নাস্তিক লেখক। এমতাবস্থায় কাজী নজরুল ইসলামের পাশে হুমায়ুন আজাদের লাশ দাফনের দাবী অযৌক্তিক, বেমানান ও ধৃষ্টতাপূর্ণ। কোন অবস্থায়ই একজন মুসলমান কবির পাশে একজন নাস্তিক লেখকের কবর দেয়ার আবদার বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ মেনে নিতে পারে না।

নেতৃদ্বয় বলেন, কবি নজরুলের পাশে কবর দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে ১৯ আগস্ট সকাল ১১টায় মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। এতে দেশপ্রেমিক মুসলমানদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা মোঃ আব্দুর রকিব এডভোকেট, নির্বাহী সভাপতি মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী ও মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী স্বঘোষিত ধর্মদ্রোহী অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মরদেহ ঢাকা ভার্শিটির কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করার জন্য তার ভক্তবৃন্দের উদ্যোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, এটা হুমায়ুন আজাদের আমৃত্যু লালিত চিন্তা-চেতনার প্রতি মারাত্মক অসম্মানের শামিল।

ইসলামী পরিষদ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ নুর, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃ পরিষদের সভাপতি মাওলানা আইনুল ইসলাম, আমরা ঢাকাবাসীর সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন, খতমে নবুওয়ত কমিটির মাওলানা মাসুদুর রহমান, মজলিসুল ওলামার সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), কোরআন-হাদীস, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ইসলামী মূল্যবোধের চরম বিরোধী নাস্তিক লম্পট হুমায়ুন আজাদের লাশ জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে হতে পারে না। ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নির্বাহী সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ুন আজাদের লাশ নজরুল ইসলামের মাজারের পাশে সমাহিত করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে বলেন, অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তার লাশ মেডিকেলে না দিয়ে জানাজা ও কবরস্থ করার জন্য একশ্রেণীর লোকদের উদ্যোগ কেবল তার ইচ্ছার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনই নয়, বরং তা হবে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি মারাত্মক আঘাত। ১০ জন সিনিয়র আইনজীবী এক বিবৃতিতে বলেন, হুমায়ুন আজাদের লাশ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ ও জাতীয় কবির পাশে দাফন করা হলে একদিকে মসজিদের পবিত্রতা ভুলুষ্ঠিত ও জাতীয় কবির সমাধিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হবে, অন্যদিকে তার শেষ ইচ্ছা দাফন না করার আকাংক্ষাকে শেষ করে দেয়া হবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন এডভোকেট এ কে এম আব্দুস সালাম, আবু সাঈদ মোল্লা, মাসউদুজ্জামান, এম এম সোহরাব আলী, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল্লাহ সুলতান, তাইজুল ইসলাম, লুৎফুর রহমান, পারভেজ হোসেন এবং জয়নুল আবেদীন। ঢাকায় ৫০১ জন আলেম গতকাল এক বিবৃতিতে হুমায়ুন আজাদকে মুরতাদ, ধর্মবিরোধী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তার লাশ মসজিদের পাশে দাফন করা হলে ইসলাম ও মসজিদকে অবমাননা করা হবে। জাতীয় ইমাম সমিতির দেশ বরেণ্য আলেমগণ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, যিনি নিজেই পরকাল ও আখিরাতকে অস্বীকার করেছেন এবং তার দাফন-কাফন না করে লাশ মেডিকেলে দান করার ঘোষণা করেছেন, তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের মত পবিত্র স্থান এবং জাতীয় কবির পাশে দাফন করার চেষ্টা জাতীয় কবির প্রতি অবমাননা এবং ১৪ কোটি মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মাওলানা আবদুল মালেক নূরী, আবদুর রহমান আল কাদেরী, মাওলানা বেলাল হোসাইন, মহিউদ্দিন আজাদ, লুৎফুর রহমান, মুনীর আহমদ, মাওলানা ইউসুফ প্রমুখ।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল কে এম আতিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলাওয়ার স্বাকী, লোকমান হোসাইন জাফরী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, মসজিদের পাশে এই নাস্তিকের লাশ দাফন কোনমতেই বরদাশত করা হবে না। এছাড়া জাতীয় হাফেজ কল্যাণ পরিষদ, বেফাকুল মাদারিসিন আরাবিয়া বাংলাদেশ, ইসলামী ছাত্রশক্তি, ফরায়েজী জামাতের মহাসচিব পীরজাদা মাওলানা শরফুদ্দিন আহমদ জুনায়েদ, ইসলামুল মুসলেমিন বাংলাদেশের সেক্রেটারী মাওলানা জাফর আহমদ, ইসলামী শ্রমিক সমাজের সভাপতি মাওলানা আবদুর রশিদ মজুমদার, জমিয়তুল মাদারিস সিলেট, ইসলামী ছাত্র সমাজ, জাতীয় নিরাপত্তা ফাউন্ডেশন, ইসলামী ছাত্র মজলিস, জমিয়াতুল হুজ্জাজ, দাবানল শিল্পী গোষ্ঠী, ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ, সাবেক সচিব ফয়জুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ বিবৃতি দিয়ে এ দাবীর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

খুলনা ব্যুরো জানায়, ডক্টর হুমায়ুন আজাদের নামাজে জানাজা পড়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ নেই এবং ইসলামী কায়দায় মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা যাবে না বলে খুলনা মহানগরীর ১০০ জন ওলামায়ে মাশায়েখ ও মুফতি এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেছেন, ডঃ হুমায়ুন আজাদ একজন শিক্ষিত ও মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। তারা বলেছেন, ইসলাম মানে হচ্ছে মহান আল্লাহর বিধান মনে-প্রাণে মেনে নেয়া এবং সাধ্যমত তদানুযায়ী পালন করা।

বিবৃতিদাতারা হচ্ছেন মুফতি মাওলানা সর্বজনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ মনোয়ার হুসাইন মাদানী, শাইকুল ইসলাম বিন হাসান, মোঃ রফিকুর রহমান, মাহামুদুর রহমান মাহতামিম দারুল উলুম মাদ্রাসা, মোঃ গোলম কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক জেলা ইমাম পরিষদ, মোঃ নাসির উদ্দীন কাসেমী, মোঃ রশিদ আহমেদ, মুফতি রফিকুল ইসলাম, মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মোঃ আব্দুল মালেক প্রমুখ।